তারিখ ...03 DEC. 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

95

দৈনিক খবর

সব জেলায় পথকলি বিদ্যালয় স্থাপনের সর্বাত্মক চেষ্টা চলবে

—ফার্স্ট লেডি

বাসস জানায়, ফার্স্ট লেডি বেগম রওশন এরশাদ বলেছেন, আগামী মাস নাগাদ সকল জেলায় পথকলি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

পথকলি ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন বেগম এরশাদ গতকাল শনিবার ঢাকায় ট্রাস্টের দফতরে ট্রাস্টের এক সভায় সভানেত্রিত্ব করছিলেন। ৭-এর পাতায় দেখুন

সব জেলায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফার্স্ট লেডি বলেন, এসব বিদ্যালয়ে অবহেলিত শিশুদের জ্ঞান অর্জন ও উপযুক্ত শিক্ষা লাভের জন্যে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। তিনি বলেন, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও পথকলি বিদ্যালয়গুলোতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ট্রেড প্রবর্তন করা হবে। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাপ্ত কারিগরি জনশক্তি ও ইনস্টিটিউট ব্যবহার করে এসব বিদ্যালয়ের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমুখীসহ পাঠক্রম প্রস্তুতির পরামর্শ দেন।

তিনি পথকলি ধারণার প্রতি ইউনিসেফের আগ্রহ ও সহযোগিতার আশ্বাসদানের জন্য ইউনিসেফকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের কার্যক্রমে সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, ডঃ ওয়াহিদউদ্দিন আহমদ, ডঃ এম আর খান, ডঃ মিজানুর রহমান শেলী, এডভোকেট রেজাউর রহমান, কাজী সালাহউদ্দিন ও লেঃ কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ হোসেনসহ ট্রাস্টের সদস্যরা যোগ দেন।

এর আগে, বেগম রওশন এরশাদ বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকে পথকলি ট্রাস্টের জন্য ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার দান গ্রহণ করেন।

পথকলি ট্রাস্টে দানকারীরা হলেন— যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব অধিদফতরের পক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী এ বি এম রুহুল আমীন হাওলাদার ৫০ হাজার টাকা, সেনাকল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার মাসুদ আলী খান সংস্থার পক্ষে ২ লাখ টাকা, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা মহাপরিচালক আজিজ আহমদ ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ২ লাখ টাকা, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ৫১ হাজার টাকা, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ৫৭ হাজার টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগ ও বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ডকুমেন্টেশন সেন্টারও (বেনসডক) ট্রাস্ট তহবিলে দান করে।